بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা

বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ৩০ শে ই জুন, 2016 30 এহসান, 1395 হিজরী শামসী 24 শে রমযান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

দৃঢ় চিত্ততা দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, এইরূপ ঈমান হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইবে যেন কোন পরীক্ষার সময় পদস্খলন না হয়, এইরূপ পদ্ধতিতে ও এইরূপে সৎকাজ সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে এই সকল কাজে স্বাদ সৃষ্টি হয় এবং পরিশ্রম ও তিক্ততার অনুভূতি না আসে এবং এই সকল কাজ ছাড়া বাঁচাই যায় না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এই সকল আয়াতে তত্ত্ব-জ্ঞানের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে। উপরোল্লিখিত প্রশংসিত আয়াতে খোদা তা'লা বলেন, الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ ইহা ঐ সকল কিতাব যাহা খোদার জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু ইহার জ্ঞানও বিস্মৃতি হইতে পবিত্র, সেহেতু এই কিতাব প্রত্যেক সন্দেহ ও সংশয় হইতে মুক্ত। যেহেতু খোদা তা'লার জ্ঞান মানুষের পরিপূর্ণতার জন্য নিজের মধ্যে এক পরিপূর্ণ শক্তি ধারণ করে, সেহেতু এই কিতাব মোত্তাকীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ হেদায়াত।* ইহা তাহাদিগকে ঐ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়, যাহা মানব প্রকৃতির উন্নতির জন্য শেষ পর্যায়। খোদা ঐ সকল আয়াতে বলেন, মোত্তাকী সে, যে লুক্কায়িত খোদার উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, নিজের ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদার পথে দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনে; সেই ব্যক্তিই হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই ব্যক্তিই নাজাত প্রাপ্ত হইবে। এই সকল আয়াত হইতে জানা গেল যে, নবী করীমের উপর ঈমান আনা ছাড়া এবং তাঁহার হিদায়াত নামায ইত্যাদি পালন না করিলে নাজাত লাভ করা যায় না। ঐ সকল লোক মিথ্যাবাদী, যাহারা নবী করীমের (সা.) আঁচল পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক তওহীদের নাজাত অন্বেষণ করে। কিন্তু এ বিষয়টির সমাধান হইতে হইবে যে, ঐ সকল লোক যাহারা এইরূপ সত্যনিষ্ঠ যে, তাহারা গোপন খোদার উপর ঈমান আনে, নামায আদায় করে, রোযাও রাখে, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর ঈমানও রাখে, সেস্থলে এই কথা বলা যে, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে এই কিতাব হিদায়াত দিবে, ইহার অর্থ কী? তাহারা তো এই সকল আদেশ পালন করিয়া পূর্ব হইতে হেদায়ত প্রাপ্ত। অর্জিত বস্তুকে অর্জন করা একটি নিরর্থক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

ইহার উত্তর এই যে, ঈমান আনা এবং সৎকাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও ঐ সকল লোক পরিপূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী, যাহার পথ নির্দেশনা কেবল খোদাই করিয়া থাকেন। ইহাতে মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন সুযোগ নাই। দৃঢ় চিত্ততা দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, এইরূপ ঈমান হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইবে যেন কোন পরীক্ষার সময় পদস্খলন না হয়, এইরূপ পদ্ধতিতে ও এইরূপে সৎকাজ সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে এই সকল কাজে স্বাদ সৃষ্টি হয় এবং পরিশ্রম ও তিক্ততার অনুভূতি না আসে এবং এই সকল কাজ ছাড়া বাঁচাই যায় না, যেন এই সকল সৎকাজ আত্মার খাদ্য হইয়া যায়, ইহার আহারে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য সুমিষ্ট পানিতে পরিণত হয় এবং ইহা ছাড়া জীবিত থাকা যায় না। মোট কথা, দৃঢ় চিত্ততার ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত, যাহা মানুষ নিজেদের চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং যেমন কিনা একদিক হইতে আত্মায় খোদা আশিস বর্ষন করেন তেমনি অন্যদিকে খোদার তরফ হইতে এ অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততাও সৃষ্টি হইয়া যায়।

উন্নতি দ্বারা এই কথা বোঝায় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত ইবাদত ও ঈমান ছাড়াও ঐ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা কেবল খোদা তা'লার দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ও বুদ্ধি-বিবেচনা এই সীমা পর্যন্ত পথ দেখায় যে, যে লুক্কায়িত খোদার চেহারা দেখা যায় নাই তাঁহার উপর ঈমান আনিতে হইবে। শরীয়ত মানুষকে তাহার ক্ষমতার অধিক কষ্ট দিতে চাহে না। এই কারণেই শরীয়ত মানুষকে স্বীয় শক্তিতে অদৃশ্যের উপর অধিক ঈমান অর্জন করিতে বাধ্য করে না। হ্যাঁ, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে এই আয়াতে এ ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তাহারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে দৃঢ় হইয়া যাইবে এবং যাহা কিছু তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় করিতে পারে তাহা করিবে তখন খোদা তাহাদিগকে ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের ঈমানে অন্য একটি রং সৃষ্টি করিয়া দিবেন। কুরআন শরীফের সত্যতার ইহা একটি নিদর্শন যে, যাহারা খোদার দিকে আসে তিনি তাহাদিগকে ঈমান ও সৎকাজের ঐ পর্যায় পর্যন্ত রাখিতে চাহেন না, যে পর্যায়ে তাহারা নিজের প্রচেষ্টায় পৌঁছিয়া থাকে। কেননা, যদি এইরূপ হয় তবে কীভাবে বোঝা যাইবে যে, খোদা আছেন। বরং তিনি মানবীয় প্রচেষ্টার উপর নিজের তরফ হইতে একটি ফল উৎপাদন করেন, যাহাতে খোদায়ী চমক ও খোদায়ী প্রভাব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে এই গোপন খোদার উপর ঈমান আনার অধিক আর কি করিতে পারে, যাঁহার সত্তা সম্পর্কে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সাক্ষী। কিন্তু মানুষের এই শক্তি নাই যে, সে কেবল নিজের পদক্ষেপে নিজের চেষ্টায় এবং নিজের বাহুবলে ঐশী জ্যোতিঃ সম্পর্কে জ্ঞাত হইবে, ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইবে, এবং পর্যবেক্ষণ ও দিব্যদর্শনের অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিবে।

অনুরূপভাবে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টার চাইতে অধিক কি করিতে পারে যে, যতদূর সম্ভব পাক-পবিত্র ও বিপদ মুক্ত হইয়া নামায আদায় করিবে, নামায যেন পতিত অবস্থায় না থাকে সেই চেষ্টা করিবে, এবং ইহার যতগুলি স্তম্ভ আছে, যেমন মর্যাদাশালী খোদার প্রশংসা, স্তুতি, তওবা, ইসতেগফার, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগসহ আদায় করিবে। কিন্তু ইহাতো মানুষের শক্তিতে নাই যে, সে এক অসাধারণ ব্যক্তিগত ভালবাসা, বিগলিত চিত্ততা ও বিলীনতায় ভরপুর আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ এবং প্রত্যেক পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থা নামাযে সৃষ্টি করিবে যেমন সে খোদাকে দেখিতেছে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যতক্ষণ নামাযে এই অবস্থা সৃষ্টি না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি হইতে মুক্ত নহে। এই কারণেই খোদা তা'লা বলেন, মোত্তাকী সে, যে নামাযকে দাঁড় করায় এবং ঐ বস্তুকে দাঁড় করানো হয় যাহা পড়িয়া যাইতে প্রস্তুত। অতএব هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব তাহার নামায কায়েম করার চেষ্টা করে এবং পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহা করে। কিন্তু খোদা তা'লার ফযল ছাড়া মানবীয় চেষ্টা নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ মেহেরবান ও দয়ালু খোদা বলেন, يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যতখানি সম্ভব তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার)

এরপর দুইয়ের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে ২০১৬

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবিয়্যতী বিভাগে এম.টি.এ-র সেক্রেটারী এবং ইশা'ত-এর সেক্রেটারি একত্রে প্রোগ্রাম তেরী করে এবং খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে যে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে এম.টি.এ-তে কি কি অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, এগুলির মধ্যে কোন কোনটি তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে এবং লাজনাদেরকে দেখানো যেতে পারে। যারা উর্দু বোঝে না তাদেরকে ইংরেজিতে শোনানোর ব্যবস্থা করুন। যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাজের জন্য টিম তৈরী করুন যাতে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবক ও যুবতী উভয়কেই যেন মহিলরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ এ কাজ করতে অক্ষম। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) তরবিয়্যতের বিষয়টি মহিলাদের দায়িত্বে অর্পন করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, এটি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। আর শুধুমাত্র মেয়েদের তরবীয়তের কারণে বলেন নি বরং ছেলেদের তরবীয়্যতের কারণেও বলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সদর লাজনা এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীর কাজ হল প্রথমে সমস্যাকে ভাল করে বোঝা এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায় তার চিন্তা করা। যদি আপনারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এম.টি.এ.-র প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে তরবীয়তের অর্ধেক কাজ বাড়িতে বসেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতের সেক্রেটারির নিকট নাসেরাতের সংখ্যা জানতে চাইলে সেক্রেটারি সাহেবা বলেন যে, মোট ৩৪ জন নাসেরাত আছে। হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তাদের জন্য ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমই যথেষ্ট। বর্তমানে ২১ বছর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য পাঠক্রম তৈরী হয়ে গেছে। যদি এটি সমস্ত লাজনাদেরকে পড়ানো হয় তবে তা সকলের জন্যই যথেষ্ট।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বাচ্চাদের জন্য আগ্রহের উপকরণ তৈরী করুন। আপনারা নিজেদের প্রতিবেশী দেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সেখান থেকে লাজনা ও নাসেরাতের দল লন্ডনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। আপনারাও লন্ডন আসার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে মিটিং করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কথা বলার সময় বিনম্রতা অবলম্বন করুন। কুরআন করীমেও আল্লাহ তা'লা বিনম্রতা সহকারে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারি-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন মেয়েদেরকে হস্তশিল্পের কাজ শেখান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি খিদমতে খালক-কে হিদায়ত দিয়ে বলেন, বড় মেয়েদেরকে ভাষা শেখান এবং তাদেরকে বয়স্ক মহিলাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করুন। এই ভাবে তাদের কথা শুনে তারাও সেই ভাষা রপ্ত করে ফেলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি যে আপনাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছি এগুলির ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না। শিক্ষিত মেয়েদেরকে নিজেদের সঙ্গে সামিল করুন। এবং এখানকার যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করুন।

শরীরচর্চা বিভাগের সেক্রেটারী কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, লাজনাদেরকে সক্রিয় করুন। খেলাধূলার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করুন। যদি লাজনাদের হলঘর থাকে তবে সেখানে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক সেক্রেটারীর একটি লক্ষ্য আছে, এবং কিছু কর্তব্য আছে। তাদের যথারীতি কর্মসূচি থাকা উচিত। এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি যিয়াফত-কে তাঁর বিভাগ এবং কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তাজনীদ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ডেনমার্কে লাজনা এবং নাসেরাতের মোট সংখ্যা ২৩৯। অনুরূপভাবে সেক্রেটারী ইশা'ত বলেন যে, ডেনমার্কে প্রকাশনার বিশেষ কোন কাজ নেই। কোন পুস্তকাদি নিতে হলে তা বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়।

রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বলেন যে, তিনি সেক্রেটারী মালের সঙ্গে রসিদ গুলি নিরীক্ষণের কাজ করেন।

সেক্রেটারী মাল তার রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের বাৎসরিক বাজেট ৫৬ হাজার ক্রোনার এবং বাৎসরিক ইজতেমার বাজেট ৯ হাজার ক্রোনার।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তবলীগকে বলেন যে, এখানে আরব অভিবাসীরাও রয়েছেন, সিরিয়ার মানুষও আছেন এবং পুরোনো মানুষও আছেন। পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত মানুষরাও আছেন এবং স্থানীয় ডেনিশরাও আছেন। এদের সকলকে লক্ষ্য রেখে প্রোগ্রাম তৈরী করুন যে, কীভাবে এদেরকে তবলীগ করবেন, কীভাবে এদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করবেন এবং তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি এমন কোন বিভাগ বা কাজ থাকে যার লাজনাদের কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখ নেই, তবে সহায়ক সদর বানিয়ে সেই কাজ তার উপর ন্যস্ত করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে জানতে চান এবং বলেন যে শিক্ষিত মেয়েদেরকে একত্রিত করুন। কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করুন। নিজেরাই এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করুন এবং তা জামাতের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

সেক্রেটারী তবলীগ লাজনাদের ব্যবস্থাধীনে ওপেন হাউসের উল্লেখ করেন। হুযুর বলেন: গাইডলাইন হিসেবে জিহাদ বিষয়ক আমার একাধিক প্রবন্ধ আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে পিস কনফারেন্সে ভাষণ দিয়েছিলাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ আপনারা তার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আমি সেই ভাষণে বেশ কিছু প্রফেসর, লেখক ও প্রমূখদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম।

সেক্রেটারী তালীমের কাছে হুযুর আনোয়ার (আই.) জানতে চান যে, পাঠক্রম মেনে চলার জন্য কি কি কাজ হয়েছে? ২৩৯ জন লাজনাদের মধ্য থেকে ১১৬-১১৭ জনের কাছে যদি পাঠক্রম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তবে এটি বিরাট সাফল্য। সেক্রেটারী তালীম বলেন সমস্ত লাজনাদেরকে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠক্রম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আসা চায় যে, তারা সেটি পড়েছে না পড়ে নি। প্রত্যেকের রিপোর্ট নেওয়া দরকার। কেবল পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ আপনি লাজনাদের সদস্যাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্ক স্থাপন না করবেন তারা জানতে পারবে না যে আপনি তাদের পদাধিকারীনি এবং তাদের প্রতিনিধি। যদি এই চেতনা তৈরী হয় যে, আপনি প্রত্যেকের প্রতি সহমর্মী তবে সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উন্নতি করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তালীম বিভাগের কাজ হল মেয়েদেরকে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে স্পষ্ট করা যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নবী হওয়ারও দাবী করেছেন। তবলীগাধীন মেয়েদেরকে বলুন যে, তিনি কি ধরণের নবুয়তের দাবী করেছেন।

মিটিংয়ের শেষে সদর লাজনা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে মসজিদে মেয়েদের জন্য জায়গার অভাবের কথা জানান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনি বিষয়টি লিখিত আকারে দিন। তিনি (আই.) বলেন সদর লাজনা যেন আমার কাছে সরাসরি নিজেদের রিপোর্ট পাঠায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অঙ্গ সংগঠনগুলি এজন্য তৈরী হয়েছে যেন জামাত গতিশীল থাকে এবং উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে। চারটি চাকাই গতিশীল থাকলে উন্নতি থেমে থাকবে না। যদি চারটি বিভাগ জামাতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে লাজনা, আনসার ও খুদ্দাম সহ সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে উন্নতির গতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

একের পাতার পর....

পথে তাহারা নামায কায়েম করার জন্য চেষ্টা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা আমার কালামের (কথার) উপর ঈমান আনে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে কেবল তাহাদের চেষ্টা পরিশ্রমের উপরই ছাড়িয়া দিব না বরং আমি নিজেই তাহাদিগকে সাহায্য করিব। তখন তাহাদের নামায অন্য একটি রং ধারণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে অন্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা তাহাদের ধ্যান-ধারণাতেও ছিল না। এই ফযল কেবল এই জন্য হইবে যে, তাহারা খোদা তা'লার কালাম কুরআন শরীফে ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল তাঁহার (অর্থাৎ খোদার-অনুবাদক) নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজে মগ্ন ছিল। মোট কথা, নামায সম্পর্কে অধিক যে হেদায়াতের ওয়াদা আছে তাহা এই যে, এতখানি প্রকৃতিগত আবেগের ব্যক্তিগত ভালবাসার ও চিত্তের বিগলিত এবং খোদার সম্মুখে পরিপূর্ণ উপস্থিতির অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে মানুষের চক্ষু নিজের প্রকৃত প্রেমিককে দেখার জন্য খুলিয়া যায় এবং খোদা তা'লার স্নিগ্ধ রূপ অবলোকন করার জন্য এক অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হয়, যাহা আধ্যাত্মিকতার স্বাদে ভরপুর হইবে এবং জাগতিক পঙ্কিলতা এবং কথা, কাজ, শুনা ও দেখার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরণের পাপের বিরুদ্ধে হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط

(সূরা হুদ, আয়াত,-১১৫) অর্থঃ নিশ্চয় উত্তম দূরীভুত করে মন্দ কর্মকে (অনুবাদক)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৯)

জুমআর খুতবা

আজ ২৭শে মে। আহমদীরা জানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই দিনটিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফতের সূচনা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে এই দিবসটি খিলাফত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়, এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুদরতে সানীয়া সম্পর্কে প্রদত্ত শুভ সংবাদের জন্য আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই অঙ্গীকারও করি যে, আমরা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ীত্বের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। (ইনশাল্লাহ্)

জামাতে আহমদীয়ার গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রজন্ম পরম্পরায় আমরা অবিচলতার সাথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতের প্রতিটি সদস্যকে যারা এখন জামাতভুক্ত বা ভবিষ্যতে জামাতভুক্ত হবে, সবসময় এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলার তৌফিক এবং সৌভাগ্য দান করুন।

আমরা যদি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর মানবজাতির সহমর্মিতা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে উন্নতি করি এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকি তাহলে সেই সব উন্নতি যা আল্লাহ্ তা'লার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা প্রত্যক্ষ করব।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এই জামাত অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে, আর এটি খোদার প্রতিশ্রুতি, কিন্তু আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কি করছি? পৃথিবী আমাদের দিকে চেয়ে আছে। খোদা তা'লা আমাদের ওপর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন। আমরা যেন আর নিজেরাও খোদার নিকটতর হই আর পৃথিবীকেও তাদের স্রষ্টা এক-অদ্বিতীয় খোদার নিকটতর করার চেষ্টা করি। আর উন্নত নৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করি।

আহমদীয়া খিলাফত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য সেটিই যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, আর তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং মানব জাতির প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে প্রদান করা। এর চেয়ে বেশি আমাদের আর কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নেই।

এই সফরে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রচার মাধ্যমে অনেক সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। অ-মুসলিমদের সাথে মালমো মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও ডেনমার্কের স্টকহোম-এ দু'টো অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ইসলাম ,কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা , রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর উত্তম আদর্শের ও জীবনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে। এদের অধিকাংশ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে যে, আজকে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় নি বা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় না বরং অন্যদেরও অর্থাৎ যারা অ-মুসলিম বা ইসলাম বিরোধী বা যারা ইসলাম সম্পর্কে ভীত, তাদের সামনেও প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে।

সুইডেন ও ডেনমার্কের সাম্প্রতিক সফরকালে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রেডিও, টি.ভি. এবং সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাতকার ও অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করা অতিথিবর্গের অভিমত ব্যক্ত করার ঈমান-উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ। প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে।

প্রকৃত খিলাফত শুধু নিজেদের ভীতির অবস্থাকেই নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে না বরং অন্যদের ভীতির অবস্থাকেও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে। আর অন্যরাও এই প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, তাদের যে ভয় ছিল, আমাদের অনুষ্ঠানে এসে তা নিরাপত্তা এবং শান্তিতে বদলে গেছে। খোদার যেহেতু প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেই কারণে ঐশী সমর্থনও এর সাথে যুক্ত হয়েছে যার কারণে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-থেকে পৃথক হয়ে এই যুগে যদি কেউ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাহলে তারা ব্যর্থ হবে, তারা কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

আহমদীয়া খিলাফতই আপন-পর সকলের ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করছে। বিভিন্ন মানুষের মতামত এবং প্রতিক্রিয়া থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সাথেই ঐশী সমর্থন রয়েছে আর এটি কখনও হ্রাস পায় না। আর আমি যেভাবে বলেছি, গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি এটি কোন মানবীয় কাজ হতো অনেক আগেই তা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটি ছিল ঐশী প্রতিশ্রুতি। আর এই খিলাফত এবং এই ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিরন্তন থাকবে।

যদি আমরা আমাদের উপায়-উপকরণকে দেখি তাহলে আমরা কল্পনাও পারি না যে, এত বিশাল জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র তাকদীর যেখানে সিদ্ধান্ত করেছে যে, এই বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে তখন এই উন্নতিকে কে প্রতিহত করতে পারে? কোন জাগতিক শক্তি এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

নানকানার মুকাররম মাস্টার গোলাম মহম্মদ সাহেবের পুত্র মুকাররম চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেবের নামাযা জানাযা হাযির পড়ানো হয়। করাচির মুকাররম হাজি গোলাম মুহীউদ্দীন সাহেবের পুত্র মুকাররম দাউদ আহমদ শহীদ এবং ভেরার মুকাররম মৌলভী মহম্মদ আশরফ সাহেবের পুত্র মুকাররম মহম্মদ আযাম আকসীর সাহেবের জানাযা গায়েব সম্পন্ন হয়। মরহূমীনদের সৎগুণাবলীর উল্লেখ করা হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ২৭ শে মে, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২৭ শে হিজরত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার বলেন, আজ ২৭শে মে। আহমদীরা জানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই দিনটিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফতের সূচনা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে এই দিবসটি খিলাফত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় বা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি

এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুদরতে সানীয়া সম্পর্কে প্রদত্ত শুভ সংবাদের জন্য আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই অঙ্গীকারও করি যে, আমরা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ীত্বের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। (ইনশাল্লাহ্)

জামাতে আহমদীয়ার গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রজন্ম পরম্পরায় আমরা অবিচলতার সাথে কুরবানী দিয়ে আসছি, ত্যাগ স্বীকার করে আসছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতের প্রতিটি সদস্যকে যারা এখন জামাতভুক্ত বা ভবিষ্যতে জামাতভুক্ত হবে, সবসময় এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলার তৌফিক এবং সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আবির্ভাবের যে উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করা এবং খোদার সকল অধিকার প্রদান এবং বান্দাদের পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। আল-ওসীয়্যত পুস্তিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়গুলোকেই আমাদের জীবনের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে অবলম্বনের নসীহত করেছেন। আল-ওসীয়্যত পুস্তিকায় তিনি এক জায়গায় বলেন,

" যদি সম্পূর্ণভাবে খোদার প্রতি অবনত হও, আমি খোদার ইচ্ছা মোতাবেক বলছি তবে দেখবে, তোমরা এক মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে । খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করো। তাঁর তৌহীদ কেবলমাত্র খোদার মৌখিকভাবেই স্বীকার করবে না বরং ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করবে যেন খোদাও কার্যত তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসা পরায়ণা থেকে বিরত থাকবে এবং মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিসূলব আচরণ করবে। পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না কোন পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে।"

(আল-ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩০৮)

অতএব আমরা যদি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর মানবজাতির সহমর্মিতা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে উন্নতি করি এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকি তাহলে সেই সব উন্নতি যা আল্লাহ্ তা'লার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা প্রত্যক্ষ করব। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এই বিষয় সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"এ কথা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বিনষ্ট করবেন, তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা যমীনে বপন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, এই বীজ বড় হবে, ফুলে-ফলে শুশোভিত হবে, সর্বত্র এর শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং তা এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে।" (আল-ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩০৯)

অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এই জামাত অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে, আর এটি খোদার প্রতিশ্রুতি, কিন্তু আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কি করছি? পৃথিবী আমাদের দিকে চেয়ে আছে। খোদা তা'লা আমাদের ওপর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন। আমরা যেন আর নিজেরাও খোদার নিকটতর হই আর পৃথিবীকেও তাদের স্রষ্টা এক-অদ্বিতীয় খোদার নিকটতর করার চেষ্টা করি। আর উন্নত নৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করি।

সম্প্রতি আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সফরে ছিলাম, সেখানে কিছু সাংবাদিক এবং শিক্ষিত শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবিরা আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? আমি তাদেরকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, আহমদীয়া খিলাফত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য সেটিই যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, আর তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং মানব জাতির প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে প্রদান করা। এর চেয়ে বেশি আমাদের আর কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নেই, কেননা আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখছি যে, মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব সেবা করা হয়। এর ফলে অধিক অস্থিরতার জন্ম হয়। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির মাঝে দুরত্ব বাড়ছে। এ যুগে দুনিয়ার কীটদের জন্য এ কথা অনুধাবন করা খুব কঠিন যে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি না করে কেবল খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা কিভাবে এ কাজ করতে পার। তাদের জন্য এ কথা বড় দুর্বোধ্য। জাগতিকতার পূজারীরা মনে করে যে, প্রেম এবং ভালোবাসার নামে তোমরা আহমদীরা মানুষের কাছে আসছ বা মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করছ, হতে পারে এটি ধীরে ক্ষমতা অর্জন বা রাজত্ব দখল করার একটি কৌশল, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমরা এই পন্থা অনুসরণ করছো। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম বিষারদ এক প্রফেসরও একবার এ ধরণের একটি প্রশ্ন করেন । আমি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই পঙক্তির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছি,

রাজত্বের সাথে আমার কিইবা সম্পর্ক, আমার রাজত্ব সবচেয়ে পৃথক।

মুকুট নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। আমার মুকুট হলো খোদা তা'লার সন্তুষ্টি।

আর এটিই জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই সফরে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রচার মাধ্যমে অনেক সাক্ষাৎকার হয়েছে। অ-মুসলিমদের সাথে মালমো মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও ডেনমার্কের স্টকহোম-এ দু'টো অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ইসলাম এবং কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা আর রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর উত্তম আদর্শের বা জীবনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে। এদের অধিকাংশ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে যে, আজকে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি, আর সবসময় এটিই হচ্ছে। পৃথিবীতে আজকাল বিভিন্ন স্থানে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যে সমস্ত শান্তি সম্মেলন হয় বা কনফারেন্স ও সিম্পোযিয়াম হয়, তাতে মানুষ এমন মনোভাবই ব্যক্ত করে থাকে। এর কারণ হলো আজকে পৃথিবীর সর্বত্র একইভাবে একই বিষয়ে পুরো প্রস্তুতির সাথে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে যে চেষ্টা চলছে তার উদ্দেশ্য হলো বা এর কারণ হলো জামাতে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট এবং খিলাফতের পথ-নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে।

অধিকাংশ মানুষ এ কথা স্বীকার করেছে, আর যেভাবে আমি বলেছি, তারা জানিয়েছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা আজকে জানতে পেরেছি, আজ জামাতে আহমদীয়ার খলীফার কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় নি বা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় না বরং অন্যদেরও অর্থাৎ যারা অ-মুসলিম বা ইসলাম বিরোধী বা যারা ইসলাম সম্পর্কে ভীত, তাদের সামনেও প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে। অ-মুসলিমদের ওপর আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সুবাদে কি প্রভাব পড়ে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরবো।

ডেনমার্কে হোটেলে এক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল যাতে সাংসদরাও এসেছিলেন, সেখানকার সংস্কৃতি ও ধর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, মেয়র এবং বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, লিডার, জ্ঞানী ব্যক্তিরা, বুদ্ধিজীবিরা এবং দুতাবাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা এই অনুষ্ঠান শুনেছেন এবং দেখেছেন, আর বিনা ব্যতিক্রমে সবাই মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি।

স্টেন হফম্যান নামে এক ড্যানিশ অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, খলিফার বক্তৃতা শুনে আমি গভীর প্রশান্তি পেয়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি কেননা আজকের যুগে এমন বাণীর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় খলীফার কথাকে সুন্দরভাবে মানুষ হৃদয়ঙ্গম করুক এটি আমার প্রার্থনা।

ডেনমার্কের একটি শহরের নাম হলো, নাক্সকো। সেখান থেকে বড় সংখ্যায় মানুষ এসেছে। মেয়র এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদ আর শিক্ষিত শ্রেণী সেখান থেকে অংশ গ্রহণের জন্য আসে। সেখানকার কাউন্সিলের এক সদস্য বলেন যে, খলীফার বক্তৃতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল। আমি এটি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে পৃথিবীতে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক সমুজ্জল মিনার হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা তারা যারা জামাতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

আরেকজন অতিথি বলেন বক্তৃতার পর আমার টেবিলে বসে থাকা সবাই ইসলামকে যে সঠিকভাবে বুঝেছে সেই আলোচনাই করছিল। তারা বলছিল এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে, ইসলামকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বিশেষ করে ড্যানিশ জাতি ইসলামের শুধু একটি দিকই জানে, তারা জানেই না যে, ইসলামের ভিতর বিভিন্ন ফিরকা আছে যারা শান্তি চায়। আমার মতে এটি ভালোভাবে তুলে ধরা দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের এই অধিবেশনে উপস্থিত সকল অতিথি এক নতুন প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়ে ফিরে যাবে। ডেনমার্কেই বিশেষ ভাবে প্রথমবার মহানবী (সা.)-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। আমি তাদেরকে এটিই বলেছিলাম যে, এর ফলে ঘৃণা বিস্তার লাভ করবে, শান্তি বিঘ্নিত হবে। ধ্বংস এবং বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। আর এ কথাকে তারা স্বীকারও করেছে, যদিও এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিন্তু তুমি যেভাবে

বুঝিয়েছ আমরা তা অনুধাবন করতে পেরেছি।

একজন অতিথি বলেন যে, আজকের বক্তৃতার পর মুসলমানদের সম্পর্কে মানুষের মতামত অবশ্যই বদলে যাবে। তিনি বলেন আমি ইসলামকে উত্তমভাবে বোঝার জন্য একটি কুরআন শরীফও চেয়ে পাঠিয়েছি যাতে টীকাও রয়েছে অর্থাৎ তফসীরও রয়েছে। আজকের পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার জ্ঞানের অনেক ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি কুরান পাঠও করব।

নাক্সকো থেকে, আমি যেভাবে বলেছি অনেক মানুষ এসেছে, বক্তৃতার পর তারা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন অতিথি লিখেছেন যে, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই কনফারেন্স সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে আমার স্মৃতিপটে রক্ষিত থাকবে, অভিজ্ঞতা হিসেবে বিরাজ করবে। কোপেনহ্যাগেন থেকে নাক্সকো ফিরে আসা পর্যন্ত একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, পুরো সফরে এই কনফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা হয়। সবাই এই বিষয়ে একমত ছিল যে, আমরা একটি খুব ভালো দিন অতিবাহিত করেছি আর অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি।

একজন সাংবাদিক নিজের ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, অনেক কিছু শিখেছি। খলীফার বক্তৃতা আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে, বিশেষ করে ইসলামের যে চিত্র প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তা বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর তিনি বলেন আমি তার কোন কথায় সমালোচনার সুযোগ পাই না, কেননা তার সব কথা প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত ছিল। তিনি বলেন, এগুলিই হলো শান্তির চাবিকাঠি। পুনরায় বলেন, তিনি আমাদেরকে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন আর এখন আমি সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পূর্বেও দু'একজন মানুষের মুখে শুনেছি যে, বিশ্বযুদ্ধ সন্নিকটে কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু আজকে আমার দৃষ্টি ভঙ্গি বদলে গেছে এখন সত্যিই এটি নিয়ে আমাকে গম্ভীরতাপূর্বক ভাবতে হবে। খলীফা এটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, আমি এখন এটি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য।

আরেকজন ভদ্রমহিলা অতিথি তার ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করছেন যে, এই কথাগুলো ভাবতে বাধ্য করে, কিন্তু একদিক থেকে এটি দুশ্চিন্তার কারণও বটে কেননা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এক ভীতিপ্রদ চিত্র অঙ্কন করেছেন, যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সময় এখনও আছে নতুবা পরে আমাদের হা-হুতাশ করতে হবে।

আরেক ভদ্র মহিলা যিনি ড্যানিশ অতিথিনী, তিনি বলেন, আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক কথাই জানতাম, কিন্তু আজকে যা শুনেছি তা উত্তম এবং ভালোবাসাপূর্ণ বাণী। আমি শিখেছি যে, 'আইসিস' ইসলাম নয়। ইসলামী শিক্ষা মতে সব ধর্মের উপাসনালয়ের সুরক্ষা করা উচিত।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন যে, আজ এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রচার মাধ্যমে ইসলামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ভ্রান্ত। আমি গভীরভাবে আবেগ আপ্লুত হয়েছি যে, এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি আমাকে জিহাদের অর্থ বুঝিয়েছেন। প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং পৃথিবীতে শান্তির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রেক্ষাপটে তার কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন, খলীফা তার বক্তৃতায় কুরআনের উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন। এটি থেকে বোঝা যায় যে, তার কথাগুলো বানানো নয় বা স্বরচিত নয় বরং বাস্তব ভিত্তিক। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে মুসলমানদের জন্য ইন্টিগ্রেশন (সমন্বয়) সম্ভব। তার কথা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়। শান্তি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সমমূল্যবোধের উপাদান। তিনি আরও বলেন, সত্য বলতে কি ড্যানিশ মানুষ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে খুবই ভীত। কিন্তু আজকের পর অন্তত পক্ষে এটি বুঝতে পেরেছি যে, সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা মুহাম্মদ (সা.) বা তাঁর ধর্মের ধর্মের দোষ নয় বরং তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলে যে, তাঁর বক্তৃতার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট ছিল, ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ এতে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এগুলো এমন মূল্যবোধ যা আমাদের সবারই গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমার এবং উপস্থিত সবার সামনে তিনি এটি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম এবং কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিসহকারে তা প্রমাণ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং তাঁর খলীফাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা হয়েছে। এটি আমার খুব ভালো লেগেছে আর জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

আরেকজন অতিথি তার মতামত এবং ভাবাবেগ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি যেভাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন আর কুরআনের ভিত্তিমূলে সেই সব সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন তা খুবই উৎকৃষ্ট মানের ছিল, অন্তত পক্ষে আজকের পূর্বে আমি আদৌ জানতাম না যে, কুরআন ন্যায় বিচার সম্পর্কে এত স্পষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। পূর্বে শুধু সেটুকুই জানতাম যা প্রচার মাধ্যম প্রচার করে। কিন্তু আজকে আমি এর বাস্তব চিত্রের ভিন্ন দিকও অনুধাবন করতে পেরেছি। খলীফা কুরআনের একটি আয়াতের আলোকে কথা বলেছেন যাতে উল্লেখ ছিল যে, যারা তোমার প্রতি ন্যায়বিচার করে না তাদের সাথেও ন্যায়পূর্ণ আচরণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতো এই কথার আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়েছে।

এরপর হিউম্যানিস্ট সোসায়টির এক ভদ্র মহিলা বলেন, ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী সম্পর্কে মানুষ খুব কমই জানে। প্রচার মাধ্যম শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই প্রকাশ্যে আনে এবং ভালো কথা আদৌ প্রকাশ করে না। ডেনমার্কের পুরো প্রচার মাধ্যমের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। আমি আমার দেশের মানুষের এই মনোবৃত্তিতে সত্যিই হতাশ হয়েছি।

এরপর একজন ড্যানিশ ভদ্রমহিলা বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না কিন্তু আজ আমি অনেক কিছুশিখেছি আর আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দিত যে, আপনাদের খলীফা আমার শিক্ষক। আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ ধর্ম। মানুষ তাঁর বার্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুক, এটি আমার বাসনা। এই বক্তৃতার ড্যানিশ অনুবাদ আমি পেতে চাই, যেন বক্তৃতার প্রতিটি শব্দকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি এবং মনুষকে অবহিত করতে পারি। তিনি আরো বলেন, খলীফার বাণী পুরো ডেনমার্কে প্রচার করা উচিত, তাঁর বার্তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং শিখতে হবে। আমার ধারণা ছিল সব মুসলমান সহিংস হয়ে থাকে কিন্তু এমন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এখন আমি সত্যিই লজ্জিত। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী ভালো। কিন্তু প্রচার মাধ্যম আমাদের মন মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলেছে। তিনি আরো বলেন, আজ সকালে আমার স্বামী আমাকে এখানে আসতে বারণ করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এখানে কোন আত্মঘাতি হামলা হবে কিন্তু আমি তাকে আসতে বাধ্য করেছি কেননা আমার অনুসন্ধিৎসা ছিল। আর এখন আমি আনন্দিত যে, তিনি এসেছেন। (তারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই এসেছিলেন।) সেই ভদ্র মহিলা বলেন যে, আমার স্বামী সত্যিই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন, তিনি বলেন, আমি এটিই বলবো যে, যারা আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও এখানে আসেনি তারা বড়ই নির্বোধ।

এরপর একজন ড্যানিশ রাজনীতিবিদ যার নাম কেমলোফ হোম, তিনি বলেন, প্রথমবার কোন খলীফার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা অন্য যে কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাকে তিনি এই কথা জানিয়েছেন তাকে তিনি বলেন যে, আপনাদের ইমাম ইসলাম সম্পর্কে সেসব কথা বলেন যা অন্যান্য আরব মুসলমানরা বলে না বা যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আপনাদের খলীফা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন যে, ইসলাম সব ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর মানুষের খলীফার কথা শোনার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁর কথা দূর দুরান্তে বিস্তার লাভ করা উচিত। আপনারা হয়তো একটি ছোট্ট জামাত কিন্তু আপনাদের বাণী অতীব মহান। তাঁর বক্তৃতা তথ্য সমৃদ্ধ ছিল। যেমন আমি মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (সা.) খ্রিষ্টানদেরকে তাঁর মসজিদে ইবাদতের অনুমতি দিয়েছেন। আর এটিও জানতে পেরেছি যে, তিনি সকল প্রকার এন্টি সেমিটিজমের (ইহুদী বিদ্বেষ) বিরোধী ছিলেন।

আমেরিকান দুতাবাসের প্রতিনিধি বলেন যে, খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। ব্রাসেলস্ এবং প্যারিসের হমলার পর ইসলামের ভয়ে মানুষ ভীত ছিল, কিন্তু খলীফা স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম এক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আমি দূত সাহেবকে সব কথা অবহিত করবো যার উল্লেখ খলীফা সাহেব করেছেন,আর সেই সব স্পর্শ কাতর বিষয় সম্পর্কেও জানাবো যা খলীফা উল্লেখ করেছেন। বাক স্বাধীনতা এবং মানুষের যে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেই বিষয়টিও তুলে ধরবো।

আরেকজন ড্যানিশ শিক্ষক বলেন যে, আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমি গিয়ে আমার ছাত্রদেরকে সেসব বিষয় অবহিত

করবো যা আপনাদের খলীফাকে বলতে শুনেছি। অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে ভীত কিন্তু খলীফার কাছে এটি শিখেছি যে, ইসলাম থেকে নয় বরং উগ্রতা আর সহিংসতা থেকে দূরে থাকা উচিত। ইসলাম এবং সন্ত্রাস পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলেন যে, আমার ধারণা ছিল যে, আমি ইসলাম জানি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিছুই জানতাম না। যেমন আমি এটিও জানতাম না যে, মহানবী (সা.) খিষ্টান এবং ইহুদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। আমি এই কথা শুনে সত্যিই আবগ আপ্লুত হয়ে পড়ি। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি কতক মুসলমান এবং অ-মুসলিমদের অনুচিত কার্যকলাপেরও সমালোচনা করেন।

একজন অতিথি বলেন, যেভাবে বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়েছে তা আমি দেখেছি। তিনি অন্যান্য বক্তাদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো সত্যিই দৃষ্টি উন্মোচনকারী ছিল, এগুলো শুনে আমার কিছুটা ভয়ও হয়। কিন্তু তার বক্তৃতাতেই এক ধরণের প্রশান্তির খোরাকও আমি পেয়েছি।

মালমোতেও ১৪০ এর অধিক সুইডিশ অতিথি মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সাংসদ, মালমো শহরের পুলিশ প্রধান, গীর্জার প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন ইহুদী অতিথি বলেন যে, আজকের এই দিনটি সত্যিই জ্ঞান বা শিক্ষার দিক থেকে অনেক ভালো দিন ছিল। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক ধারণা দেখা যায়, আমরা সকলে মুসলমানদের সহিংসতাকে ভয় করি। তাই একজন মুসলমান নেতার নিখাদ প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ বাণী শুনে আমি হতভম্ব। খলীফা বলেন যে, আপনাদের এক খোদার ইবাদত করা উচিত। একই সাথে তিনি মানবতার প্রতি ভালোবাসার বার্তাও দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, খলীফা আমাকে অনুভব করিয়েছেন যে, মুসলমানরাও আমাদের ভাই আর এর ফলে আমার হৃদয়ে ফিলিস্তিনীদের জন্য সহমর্মিতা এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার মনে হলো যে, তাদের মাঝে সবাই দুস্কৃতকারী নয়। যাহোক নিজের দোষ তো কেউ মানে না, কিন্তু তিনি অন্তত পক্ষে এটি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের সদয় হওয়া উচিত।

এক ভদ্র মহিলা যিনি খ্রিষ্টান পাদ্রী এবং হাসপাতালে কাজ করেন, তিনি বলেন, আমার মনে হলো এটি ঠিক যে, মালমো-তে এবং ইউরোপে মানুষ মুসলমান এবং মসজিদ সম্পর্কে ভীত ও ত্রস্ত। শান্তির প্রেক্ষাপটে এবং মানুষের দায়িত্ব প্রসঙ্গে খলীফা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি আমাদেরকে মসজিদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। আমি আশা করি এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যদেরও তিনি মানাতে পারবেন। আমাকে তো তিনি মানাতে পেরেছেন। মসজিদের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর প্রতিটি শব্দ ছিল অর্থপূর্ণ এবং সুগভীর। তিনি এই বার্তা দিয়েছেন যে, পরস্পরকে ভয় করা উচিত নয় বরং পরস্পরকে বোঝা উচিত আর মতবিনিময় করা উচিত। সত্যিকার অর্থে আপনাদের খলীফার বক্তৃতা আমাকে আলোড়িত করেছে। আমি সত্যিই আপ্লুত হয়েছি। আজ একজন মুসলমান নেতাকে শুধু শান্তির বিষয়ে বলতে শুনেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, ইসলাম মানবতার সেবার ধর্ম। তিনি বলেন, মানুষকে তাদের স্রষ্টাকে চিনতে হবে এবং খোদার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। এটিই ছিল তাঁর বক্তৃতার সর্বোত্তম অংশ। আর আমারও দৃষ্টিভঙ্গী এটিই।

মালমো শহরের মেয়র এন্ডারসন সাহেব বলেন যে, খলীফা শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, বরং এই শহরে বা এই অঞ্চলে নির্মিত মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি তুলে ধরেছেন। সুতরাং আমরা এ মসজিদকে এই শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইন্টিগ্রেশন (সামাজিক সমন্বয়ের) এর কারণ মনে করি।

একজন সাংবাদিক বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো মসজিদের ব্যয়ভার জামাতের সদস্যরা নিজেরাই বহন করেছেন, আমার জন্য এটি আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। কেননা, এটি সামান্য কোন অর্থরাশি নয় বরং এটি ৩০ মিলিয়ন ক্রোনারের বিষয় । তিনি আরো বলেন, আপনারা পুরো কাজটি নিজেরাই করেছেন। এটি অনেক বড় সাফল্য, আমি সত্যিই অভিভূত। তিনি আরো বলেন, সন্ত্রাস, যুলুম এবং বর্বরতার ঘটনা আমার চোখে পড়ে কিন্তু আপনারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি নিজের ঘটনা শুনান যে, কিছু দিন পূর্বে আমি একটি সুপার মার্কেটে যাচ্ছিলাম। আমি কি মুসলমান কি না কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তাকে বললাম যে, না, আমি মুসলমান নই, আমি খ্রিষ্টান। সে আমাকে বলে, যদি খ্রিষ্টান হও তাহলে জাহান্নামে যাও। তিনি বলেন, এই হলো মুসলমানদের চিন্তাধারা কিন্তু আপনাদের মতামত এবং চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আহমদীদের মাঝে আমরা এমনটি দেখি না।

মালমো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর বলেন যে, খলীফার বক্তৃতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল। তিনি শান্তি, প্রেম -প্রীতি, ভালোবাসা এবং সহনশীলতার অত্যন্ত ইতিবাচক এবং বিশ্বজনীন বার্তা দিয়েছেন।

মালমোর আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম বিষারদ প্রফেসরও এসেছেন, তিনি বলেন, খলীফার বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয় এবং প্রভাব বিস্তারী ছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমি দেখেছি যে, মানুষ বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে পরস্পর আলোচনা করছিল , আর সবাই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অনেকেই এই বক্তৃতার অনুলিপি তাদেরকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, সকলেই এখানে সমবেত ছিল। যে ব্যক্তি এখানে সুন্নীদের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন তিনিও এখানে এসেছিলেন। ইহুদীরাও ছিল, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও উপস্থিত ছিল।

সুইডিস প্রতিষ্ঠান 'চার্চ অফ সেন্টোলোজী'-র তথ্য বিভাগের প্রধান এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, খলীফা তাঁর বক্তৃতায় যা বলেছেন তার মধ্যে থেকে একটি বাক্য আমার খুব ভালো লেগেছে, তা হলো এক মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করা উচিত।

এক বন্ধু মাইকেল যার পিতা-মাতা পুলিশ, তিনি সুইডেনে থাকেন, তিনি বলেন যে, বক্তৃতা সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ ছিল। এই বক্তৃতায় শান্তি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা ছিল। আফ্রিকার কথাও খলীফা উল্লেখ করেছেন। স্কুল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি যা আফ্রিকায় সরবরাহ করা হচ্ছে তা-ও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তায় আমি বিশ্বাস রাখি কিন্তু, এখানকার অধিকাংশ মানুষের আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস নেই। তাই আমি গর্বিত যে, এমন ব্যক্তি সুইডেনে এসেছেন যিনি আল্লাহ্‌ এবং এক স্রষ্টায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। বক্তৃতা শুনার পর এখন আর আমি ইসলামকে ভয় করি না। বরং কট্টর পন্থী আর উগ্রপন্থীদের ভয় করি। আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই দু'টো সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিষয়।

হোসাইন আব্দুল্লাহ্‌ সাহেব নামে যুগোশ্লাভিয়ার আরেক জন অতিথি বলেন, খলীফার কথা আমার জন্য মর্মস্পর্শী ছিল। তাঁর প্রতিটি কথায় আমি সহমত পোষণ করি। তিনি এমনভাবে ইসলমের প্রতিরক্ষা করেছেন যা অন্যান্য মুসলমানদেরজন্য করা সম্ভব নয়। পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরের সহযোগিতার প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী শিক্ষা হলো পরস্পরকে সহযোগিতা ভিত্তিক। আমরা যেন সাহায্যের মুখাপেক্ষীদের সহায়তা করি। তিনি আরো বলেন, এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে গর্ববোধ করি। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারনা রয়েছে, এর সংশোধন করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু খলীফা এই কাজে সর্বাগ্রে রয়েছেন।

একজন সুইডিস অতিথি তার মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আজকের এই সন্ধ্যা আমাকে অভিভূত করেছে, ইসলাম কি তা আমি শিখেছি। খলীফা কয়েক মিনিটে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছেন, এমনভাবে ইসলামকে রক্ষা করেছেন, যা পূর্বে আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, খলীফা এটিও স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন মুসলমান দুরাচারী কিন্তু খলীফা কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে প্রমাণ করেছেন যে, এমন মানুষ কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করছে।

এই প্রসঙ্গে একজন রাজনীতিবিদ বক্তৃতায় বলেন যে, একজন সত্যিকার মুসলমানের কাছ থেকে আপনার অনুভব করা উচিত যে, আমি এখন নিরাপদ। আমি যখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম তখন সত্যিই আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করছিলাম।

একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী বলেন যে, আপনাদের খলীফার বক্তৃতার প্রতিটি বাক্যের সাথে আমি একমত। বিশেষ করে তাঁর এই কথা আমার পছন্দ হয়েছে যে, আমাদের খোদাকে স্মরণ রাখা উচিত, এটিই ধর্মের ভিত্তি। এছাড়া প্রথম দিকে তিনি যখন কুরআন পাঠ করেছেন, তা সত্যিই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং এটি আমাকে আলোড়িত করেছে।

একজন অতিথি বলেন, আজকে এমন মনে হয়েছে যে, আমি এক ভিন্ন জগতে রয়েছি। মূল আলোচনার বিষয় ছিল পরস্পরের প্রতি যত্নশীল হওয়া, বিশেষ করে তাদের বিষয়ে যারা দুর্বল এবং যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষি। খলীফা কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্মের সম্পর্ক মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে। তিনি অবশ্যই আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আশা করি অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত ছিল তারাও অনুরূপভাবে লাভবান হয়েছে।

একজন অতিথি বলেন, আজকের বক্তৃতায় খলীফা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। মানুষ বলে ইসলাম উগ্রপন্থার ধর্ম, কিন্তু আপনাদের খলীফার বাণী এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

পুনরায় একজন সুইডিস অতিথি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলাম সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম সর্বক্ষণ যেভাবে আমাদেরকে বলে যে, এটি একটি উগ্রপন্থার ধর্ম, কিন্তু এর বিপরীতে

আজ আমরা ভিন্ন কথা শুনেছি। খলীফা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, আমাদের এই ভীতি দূর করেছেন আর প্রমাণ করেছেন যে মহানবী (সা.) শান্তিপ্রিয় ছিলেন।

আরেকজন অতিথি বলেন, এখানে আসার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমি ভীত-ত্রস্ত ছিলাম। আজকে যা দেখেছি এবং যা শুনেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। খলীফার বাণী ছিল দয়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী। তিনি এই শিক্ষা দেন যে, সবার উচিত ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। এটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আর এটি শুনেও আমার খুব ভালো লেগেছে যে, ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

অতিথিদের এমন বহু প্রতিক্রিয়া ও মতামত রয়েছে। বৌদ্ধ হোক বা খ্রিষ্টান, এক কথায় সকলেই এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অবশ্যই উগ্রতা এবং সন্ত্রাসবাদের পরিপন্থী।

একজন সাংসদ বলেন যে, খলীফার সর্বত্র সকল পর্যায়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। মানুষের তাঁর কথা শোনা উচিত। যদি কারো হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে কোন ভীতি থাকে তাহলে আজকে হয়তো তা দূর হয়েছে। তিনি বলেন,একজন অতিথি বলেন যে, এই বক্তৃতা অষ্ট্রিয়ার লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা উচিত, কেননা এইসব দেশে মানুষ ইসলামের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলামের ভয় উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাদের এই বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা শিখতে পারে যে, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। খলীফা খুব সুন্দরভাবে মসজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। আর এটি বুঝিয়েছেন যে, মসজিদ অর্থ হলো শান্তি আর সালাতের অর্থও শান্তি এবং নিরাপত্তা। আমার এটিও ভালো লেগেছে যে, আপনাদের খলীফা অবহিত করেছেন যে, জামাতে আহমদীয়ার রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। জামাতে আহমদীয়া শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়েই চিন্তিত। আর আমাকে এই কথা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যখন খলীফা বলেন যে, আহমদী মানবতার দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা দূরীভূত করতে চায়, তাদের সাহায্য করতে চায়। খুবই মজার বিষয় হলো খলীফা বলেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে একটি মসজিদ 'যেরার'-কে ভূপতিত করা হয়েছিল যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদ সম্পূর্ণভাবে শান্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমেও এক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানেও ৬ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন যারা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত। সেখানেও মানুষ ভালো মতামত ব্যক্ত করেছেন।

একজন অতিথি বলেন যে, আজকে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। খুবই প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। আর এর চেয়েও বড় বিষয় হল এর থেকে আশা জেগেছে। আমি কৃতজ্ঞ যে, খলীফা এখানে এসেছেন। খলীফার বাণী আমাদের মাঝে এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করেছে যে, কোন ঝগড়া-বিবাদ দেখে আমরা যেন চোখ বন্ধ করে না রাখি, এই আশায় যে এটি নিজেই দূর হয়ে যাবে। এটি একটি খুবই বস্তুনিষ্ঠ বার্তা ছিল। আমি এর জন্য খলীফার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

আরেকজন অতিথি বলেন যে, আজকের বিশ্বে এমনসব শক্তি কাজ করছে যা মানুষের সাথে মানুষের দুরত্ব সৃষ্টি করতে চায়। সবাইকে এক স্থানে সমবেত করার ক্ষেত্রে খলীফা পূর্ণ সফলতা পেয়েছেন, কেননা আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হই তখন আমাদের সামনে বিষয় স্পষ্ট হয় এবং আমরা আরও কিছু শেখার সুযোগ পাই।

ইরাক থেকে আগত একজন খ্রিষ্টান অভিবাসী সালাম সাহেব বলেন যে, আমি ইরাকেও কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইমলামের সেই চিত্র তুলে ধরে না যা আপনাদের খলীফা বলেছেন। হায়! ইরাকের মানুষ যদি খলীফার কথা শুনত, যদি এমনটি হতো তাহলে আজকে আমাদের এভাবে হিজরত (স্বদেশত্যাগ) করতে হতো না। সুইডিস লোকদের সামনে ভিখারী হিসেবে আমাদের আসতে হত না। সুইডিস মানুষ মনে করে যে, আমি এখানে অধিকার আদায় করতে এসেছি। এই অনুভূতি আমার জন্য সত্যিই কষ্টকর। ইরাকে আপনাদের খলীফার মত একজন ব্যক্তিও নেই। পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে খলীফা পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। আপনাদের জামাত সকল মুসলমান ফির্কা থেকে উত্তম।

একজন অতিথি বলেন, খলীফা যে বার্তা দিয়েছেন সেটিই প্রকৃত বাণী যা প্রত্যেক ধর্ম সূচনাতেই দিয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা এটিই। খলীফা ঐক্যের দিকে আহ্বান করছেন। তাঁর কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পৃথিবীতে যে সমস্যা আছে তা ধর্মের কারণে নয়। যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে সেটি ধর্মগত নয় বরং সংস্কৃতিগত।

ডেনমার্কে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি জাতীয় পত্রিকা রয়েছে 'খ্রিষ্টান ব্যালাদেত'। হোটেলে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তারা তার সংবাদ প্রচার করেছে। এর পাঠক সংখ্যা ৫০ হাজার। রেডিও ২৪ নামে একটি চ্যানেলের আরও একজন সাংবাদিক সাক্ষতকার গ্রহণের জন্য মিশনে এসেছিলেন। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ইন্টারভিউ রেকর্ড করে ডেনিশ অনুবাদসহ হুবহু প্রচার করেছে। এই রেডিওর শ্রোতার সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ হাজার। পি.আর. টিভিতে সংবাদ প্রচার হয়েছে। এর শ্রোতার সংখ্যা ২০ লক্ষ। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সুবাদে প্রায় ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে।

অনুরূপভাবে সুইডেনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও ও টিভি চ্যানেলে ৬টি ইন্টারভিউ রেকর্ড করে, জাতীয় পত্রিকায় তারা সংবাদও প্রচার করেছে। মোটের ওপর সুইডেনে প্রায় ৮মিলিয়ন বা ৮০ লক্ষ মানুষের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছেছে।

অতএব, যেভাবে জামাতের বাণী প্রচারিত হচ্ছে আর মানুষের মনোভাবে যে পরিবর্তন আসছে, এবং তাদের যে আবেগ অনুভূতি রয়েছে সেগুলি আমি তুলে ধরলাম। ইসলামের শিক্ষা শুনে তারা বাস্তবতা সম্পর্কে মোটের ওপর অবগত হয়েছে যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো খোদার অধিকার প্রদান করা, একই সাথে শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী প্রচার করা এবং মানুষের অধিকার প্রদান করা। আর মানুষ এটি জানতে পেরেছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেহেতু খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এই কারণেই তারা এই অধিকার প্রদান করছে। তাই প্রত্যেক আহমদীর এই মৌলিক বিষয়টি বুঝতে হবে যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই সত্যিকার অর্থে মানুষের এই অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করা যেতে পারে।

প্রকৃত খিলাফত শুধু নিজেদের ভীতির অবস্থাকেই নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে না বরং অন্যদের ভীতির অবস্থাকেও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে। আর অন্যরাও এই প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছে, এর সারাংশ পূর্বেই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, তাদের যে ভয় ছিল, আমাদের অনুষ্ঠানে এসে তা নিরাপত্তা এবং শান্তিতে বদলে গেছে। খোদার যেহেতু প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেই কারণে ঐশী সমর্থনও এর সাথে যুক্ত হয়েছে যার কারণে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। দু'একজনের দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরেছি। এই কারণেই কেউ কেউ কুরআন পড়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-থেকে পৃথক হয়ে এই যুগে যদি কেউ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাহলে তারা ব্যর্থ হবে, তারা কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর আমরা এটিই দেখি যে, প্রথম খিলাফতের যুগে বা প্রাথমিক যুগে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যখন প্রকৃত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে কি ঘটেছিল। সিরিয়া এবং ইরাকে এমনভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, রোমানরা যখন পুনরায় জবর দখলের চেষ্টা করে তখন খ্রিষ্টানরা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে প্রার্থনা করছিল যে, মুসলমানরা যেন ফিরে আসে। মুসলমানরা পুণরায় ফিরে আসলে তারা আনন্দ উল্লাস করে।

কিন্তু এখন কি হচ্ছে? সিরিয়া এবং ইরাকে খিলাফতের নামে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে প্রধানত এটি ছিল শক্তিহীন এবং এটি ছিল অন্তঃসার শূন্য। প্রথম দিকে তাদের যে শক্তি ছিল সেটিও শেষ হয়ে গেছে এখন কোন শক্তিই অবশিষ্ট নাই। খিলাফতের নামে যে কাজের সূচনা হয়েছিল, দু'তিন বছর বরং তারও কম সময়ের ভিতর এখন শুধু সংগঠনের নামখানিই অবশিষ্ট আছে, যা স্বজনদেরও কোন নিরাপত্তা দিতে পেরেছে আর না কোন বিজনদেরও কোন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে। সেখানে যারা গিয়েছে তাদের অধিকাংশ এমন যারা ইসলাম এবং খিলাফতের নামে এক বিশেষ আবেগ নিয়ে গিয়েছে। ইউরোপ থেকেও তারা গিয়েছে, কিন্তু ইসলাম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড দেখে সেখানে তারা নিরাশও হয়েছে। তাদের অনেকেই এমন আছে যারা ফিরে আসতে চায় কিন্তু আসতে পারে না, আসা সম্ভব নয়। এটিও প্রচার মাধ্যমে আসছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা জীবন যাপন করছে। সকল রাস্তা তাদের জন্য অবরুদ্ধ।

উগ্রতা এবং চরম পন্থার পরাকাষ্টা দেখুন! সম্প্রতি সংবাদ এসেছে যে, এক ভদ্র মহিলার দুধের শিশু ক্ষুধায় ছটফট করছিল। তার বাড়ি দূরে ছিল। সেই মহিলা তখন এক নির্জন স্থানে গিয়ে গাছের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে শিশুকে দুধ পান করানো আরম্ভ করলে তখন নামধারী ইসলামের ঠিকাদার, ইসলামের রক্ষকরা উপস্থিত হয় আর সেই নামধারী খিলাফতের সিপাহীরা সেই মহিলার কাছ থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যায় আর বলে যে, রাস্তায় বসে দুধ পান করাচ্ছো! অথচ তিনি নির্জনে নিভৃতে দুধ পান করাচ্ছিলেন। তারা বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে তারা সেই মহিলাকে গুলি করে হত্যা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 30th June, 2016 Issue No. 17

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

করে। এই যুলুম, বর্বরতা এবং অন্যায় সেখানে অহরহ চলছে। আর এই বাহানায় তাকে হত্যা করে যে, তুমি অ-ইসলামী কাজ করছ। এরা তো স্বজনদের নিরাপত্তাই ছিনিয়ে নিয়েছে, যারা ভিন ধর্মের অনুসারী তাদের কি নিরাপত্তা দিবে?

অথচ আমি দৃষ্টান্ত দিলাম যে, হযরত উমরের যুগে খ্রিষ্টানরাও এ জন্য আনন্দিত ছিল যে, মুসলমানরা আমাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে, খ্রিষ্টানরা নয়। আজকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ ও আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে। কিন্তু আহমদীয়া খিলাফতই আপন-পর সকলের ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করছে। বিভিন্ন মানুষের মতামত এবং প্রতিক্রিয়া থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সাথেই ঐশী সমর্থন রয়েছে আর এটি কখনও হ্রাস পায় না। আর আমি যেভাবে বলেছি, গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি এটি কোন মানবীয় কাজ হতো অনেক আগেই তা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটি ছিল ঐশী প্রতিশ্রুতি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যাকে মানুষ নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন হয় নি। তারা যদি আজও চেষ্টা করে খোদার কৃপায় কখনও এটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। আর এই খিলাফত এবং এই ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিরন্তন থাকবে।

যদি আমরা আমাদের উপায়-উপকরণকে দেখি তাহলে আমরা কল্পনাও পারি না যে, এত বিশাল জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র তাকদীর যেখানে সিদ্ধান্ত করেছে যে, এই বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে তখন এই উন্নতিকে কে প্রতিহত করতে পারে? কোন জাগতিক শক্তি এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সর্বদা সব আহমদীকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর আমরা যেন অচিরেই খোদার প্রতিশ্রুতি স্বমহিমায় পূর্ণ হতে দেখি।

নামাযের পর আমি তিনটি জানাযা পড়াব। একটি হাযের জানাযা আর দু'টি গায়েবানা জানাযা। হাযের জানাযা হলো জনাব চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেবের, যিনি নানকানা নিবাসী মাষ্টার গোলাম আহমদ মরহুমের পুত্র ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৩ মে, ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত উমর বিন বাঙ্গবী সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন এবং তিনি মৌলভী করম এলাহী সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। দীর্ঘ দিন মান্ডি বাহাউদ্দিনে ছিলেন, এরপর জার্মানী চলে যান। কয়েক বছর থেকে ফযল মসজিদের হালকায় বসবাস করছিলেন। সারা জীবন বিভিন্ন পদে জামাতের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মান্ডি বাহাউদ্দিনের সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন এবং ইমামুস সালাত পদে নিয়োজিত থেকেছেন। যেখানেই ছিলেন শত শত ছেলে-মেয়েদের কুরআন পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৮৭ সনের রমযানে কলেমা তাইয়্যেবার মোকাদ্দামায় আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হওয়ার তাঁর সৌভাগ্য হয়। সৎ, পুণ্যবান ও স্নেহশীল মানুষ ছিলেন তিনি। কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, মুসী ছিলেন। পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব দাউদ আহমদ শহীদ সাহেবের। তার পিতার নাম হলো হাজী গোলাম মহিউদ্দিন। করাচীতে বসবাস করতেন। গত ২৪ শে মে ৬০ বছর বয়সে জামাতের বিরোধিরা রাত ৯টার দিকে ঘরের বাইরে তাকে গুলি করে শহীদ করে, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ঘটনার বিবরণ অনুসারে দাউদ সাহেব ঘরের বাহিরে কোন অ-আহমদী বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন। বন্ধু কিছুটা দূরেই ছিলেন ঠিক তখনই মটর সাইকেল আরোহী দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আসে, পিছনে বসে থাকা ব্যক্তি মটর সাইকেল থেকে নেমে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। অ-আহমদীরা সাহায্যের জন্য আসলে আক্রমণকারীরা তাদের পায়ে গুলি করে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে দাউদ সাহেবের গায়ে ৩টি বুলেট লাগে তা পেট এবং বক্ষদেশ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে চতুর্পাশের মানুষ সমবেত হয়, তারা দাউদ সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর লিয়াকত হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানকার ডাক্তাররা তার অপারেশন করে কিন্তু পেটে যে বুলেট লেগেছিল তা যকৃত এবং ক্ষূদান্ত্র ও বৃহদান্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বক্ষে যে বুলেট লাগে তা থেকেও অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয়। এর ফলে প্রাণ রক্ষা হয় নি আর অপারেশন চলাকালীনই তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর অ-আহমদী আহত বন্ধু এখন আল্লাহ্‌র ফযলে ভালো আছেন।

শহীদ মরহুমের বংশে তার দাদা হযরত মৌলভী ইলাহদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয়, যিনি শিয়ালকোটের চোভিন্দা-র নিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছিলেন। এরপর এই পরিবার রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সনে রাবওয়াতেই শহীদ মরহুমের জন্ম। তার পিতা নৌবাহিনীতে কাজ করতেন। এরপর তারা করাচী স্থানান্তরিত হোন। সেখানে তিনি শিক্ষার্জন করেন। একটি দুর্ঘটনার কারণে তাঁর বাহু কাটতে হয় কিন্তু একটি বাহুর অভাব কখনও তাঁর কাজে অন্তরায় হতে পারে নি। তিনি বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। বিনম্র স্বভাবের এবং অত্র অঞ্চলের সর্বজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সৎ প্রকৃতির এবং চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঘটনার পর তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান যখন অত্র অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিল সকলেই এটি বলছিল যে, এই ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়া করতে পারে না, ঝগড়া করা তো দূরের কথা এই ব্যক্তি সবার সাহায্য করতেন, অন্যের কাজে আসতেন এমন নেক মানুষ ছিলেন। জামাতী কাজে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তাঁর ঘর ১৮ বছর ধরে নামাযের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আনসারুল্লাহ্ এবং অন্যান্য জামাতি পদে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর এক পুত্র এখন জামেয়া আহমদীয়ার ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। তাঁর দুই ছেলে দেশের বাইরে কর্মরত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্যের পথে পরিচালিত করুন।

তৃতীয় জানাযা জনাব মোহাম্মদ আজম আকসীর সাহেবের, যিনি রাবওয়ায় ২৫ মে ২০১৬ সনের প্রভাতে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। জামাতে আহমদীয়া ভেরার সাবেক আমীর জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আশরাফ সাহেবের ঘরে তিনি ১৯৪২ সনে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বংশে তাঁর দাদা মুন্সি মোহাম্মদ রমজান সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয়, যিনি ১৯০৯ সনে বয়আত করেন। তিনি হযরত মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব হিলাপুরীর দৌহিত্র এবং মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ জলীল সাহেবের ভাগ্নে ছিলেন। তাঁর পিতা মৌলভী মোহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মেট্রিক। এরপর তিনি ১৯৬১ সনে জীবন উৎসর্গ (ওয়াকফ) করে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৯ সনে শাহেদ পাশ করেন। এরপর ইন্টারমেডিয়েট এবং মোলভী ফাযেলও পাশ করেন। এরপর নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি নিযুক্ত হন, ওকালতে তবশীরেও তিনি কাজ করেছেন, নাযারতে তালীমুল কুরআনে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুরুব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। ইসলাহ ইরশাদ মোকামীতে তিনি মুরুব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি ৯০ সন থেকে ৯৮ সন পর্যন্ত নাযারাত ইশা'ত ও তাসনীফে কাজ করেছেন। নাযারত ওকালতে দেওয়ানে কাজ করেছেন ৯৯ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত। এরপর ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ওকালতে ইশাআতের মাসিক তাহরীকে জাদীদের সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুতাখাসসেসীনদের নিগরান হিসেবে কাজ করেছেন (জামেয়ার ছাত্ররা যারা স্পেশালাইয করেন) তাদের নিগরান এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি একজন খুবই সফল মুরুব্বী, দাঈ-ইলাল্লাহ্ এবং তর্কবিদ ছিলেন । বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও লিখেছেন। আনসারুল্লাহ্‌রও কাজ করার সুযোগ হয়েছে, খুবই দোয়াগো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং এক পুত্র রেখে গেছেন। ছেলে এখানেই আছেন, তিনি পিতার জানাযায় যেতেও পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এইসব সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে ধৈর্য ও মনোবল দিন, পিতার পুণ্য কর্মের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir